OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 953 - 959
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গয়নার বাক্স : শিবাজীকালীন মারাঠি সমাজে ব্যবহৃত বিবিধ গয়নার সম্ভার

শ্রাবন্তী কাঞ্জিলাল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID: shrabantikanjilal3@gmail.com
0009-0002-3536-0834

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Shivaji, Marathas, Rajvyavaharakosha, Ain-i-Akbari, Jewellery, Head ornaments, Earrings, Necklaces, Waist bands, Feet ornaments.

Abstract

Jewellery has served as a means of self-adornment across cultures worldwide since ancient times, as confirmed by iconographic representations and archaeological findings. Beyond its role as a social, economic, and ritual marker, jewellery in the Indian context carried additional cultural meanings. For instance, certain ornaments continue to signify marital status even today. Although the techniques of crafting and designing jewellery have evolved considerably, the use of precious metals and stones has retained its enduring significance.

This paper presents a brief overview of Maratha jewellery during the seventeenth century. The terminology describing ornaments for different parts of the body has been carefully drawn from a lesser-known seventeenth-century Sanskrit source on Maratha history—the Rajvyavaharakosha. Furthermore, the study undertakes a comparative exploration of Mughal cultural life as depicted in Abul Fazl Allami's Ain-i-Akbari. By situating Maratha jewellery within this broader cultural framework, the paper seeks to enrich our understanding of the cultural history of a nation often remembered primarily for its military engagements during the medieval period.

Discussion

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যেই গয়না পরার প্রবণতা চোখে পড়ার মতন। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস উদঘাটনের সময় ও দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের হার ও পুঁথি দিয়ে তৈরি গয়নার সমাহার। সেই গয়না পরার রীতি মহিলাদের মধ্যে এখনো থেকে গিয়েছে। সাজসজ্জার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল গয়নার পরিধান। তাই-তো যুগের পর যুগ মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার-এর নাম প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ করার মতন বিষয় হল জাতি এবং প্রদেশ বিশেষে এই গয়নার নামের পরিবর্তন ঘটে এবং স্থান বিশেষে গয়নার বিবিধ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দিকে গয়না দেহের শোভা বর্ধনের জন্য পরা হলেও পরবর্তীতে কিন্তু এটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্ত্রীধন হিসেবেও স্বীকৃত হয় ভারতীয় স্মৃতি শাস্ত্রগুলিতে। এটি অস্থাবর সম্পদের মধ্যে পরিগণিত হয়। তাই ব্যক্তি মানুষের সম্মান, সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয় গয়নার পরিমাণ, গয়নাতে ব্যবহৃত ধাতু ও মূল্যবান রত্ন-এর ভিত্তিতে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিশুদের ছোট থেকেই বিভিন্ন ধরনের গয়না পরানোর রীতি ছিল। হিন্দুধর্ম মতে একটি শিশু জন্ম থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত ষোলটি কর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয় বলে স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; তার একটি হল কর্ণভেদন। ভারতীয় পুরুষরাও প্রাচীন সময়ে প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কানের, হাতের, কোমরের আভরণে নিজেদের সজ্জিত করতেন। তৎকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যে পুরুষ ও মহিলাদের অঙ্গ সজ্জার বিষয়টি আলকপাত করে।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বিশেষত, মুঘল যুগে গয়নার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার একটি অসাধারন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে মুঘল যুগে পরিহিত প্রত্যেকটি অলংকার এর বিস্তারিত বর্ণনা-সহ তালিকা উল্লিখিত হয়েছে আইন-ই-আকবরীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হিসাবে উত্থান ঘটে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে গঠিত মারাঠা স্বরাজ্যের। ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছদ্য অঙ্গ হলেও মুঘল যুগের সংকলিত আইন-ই-আকবরীর মতো প্রাথমিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ-এর অভাব মারাঠা স্বারাজ্যে পরিহিত গয়নাগাটির চিত্র পরিস্ফুট নয়। তাই এই অজানা ইতিহাসের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরার প্রয়াসে এই গবেষণাপত্রে মুঘল যুগের আলোচিত অলঙ্কারের আলোকে সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠা অলংকরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, মারাঠা ইতিহাসের এক ভিন্নদিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। এই বিষয়ে আমার পথপ্রদর্শক একটি প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান রাজব্যবহারকোশ।[১]

মারাঠা অলংকরণের ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে রাজব্যবহারকোশের গুরুত্ব : রাজব্যবহারকোশ এর রচনা হয় শিবাজীর নির্দেশে অর্থাৎ এটি শিবাজীর সমসাময়িক একটি প্রাথমিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির রচয়িতা রঘুনাথ পন্থ অমাত্য, যিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত একজন ব্যক্তি। দীর্ঘ সময় ধরে মহারাষ্ট্রে মুঘল আধিপত্য থাকায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফারসি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ছিল প্রচলিত প্রথা। কিন্তু শিবাজী যখন স্বরাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, সেই সময় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধু রাজনৈতিক পালাবদল যথেষ্ট নয়, মারাঠা জাতির মনন থেকে মুঘল প্রভাব মুক্ত করতে এই ফারসি ভাষার আধিপত্য থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে, রাজব্যবহারকোশ নামক শব্দকোশটি রচনা করা হয়। এই কোশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দৈনন্দিন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে শব্দগুলি ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ দিয়ে সেগুলিকে রূপান্তরিত করা। রাজব্যবহারকোশ দশটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বর্গ বা অধ্যায় মারাঠা প্রশাসন-এর সাথে বিভিন্ন বিষয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট ফারসি শব্দের সংস্কৃতায়ন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি শ্লোক এর আকারে সংকলিত। এই শব্দকোশের দ্বিতীয় অধ্যায় হল কার্যস্থান বর্গ। কার্যস্থান কথাটির অর্থ হল কারখানা। কারখানাতে বিভিন্ন রকম বস্ত্র, অলংকার, সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেন একটি শব্দকোশ মারাঠা জাতির ইতিহাস পুনর্নির্মাণে গুরুত্ব পাচ্ছে, - প্রথমত, শব্দকোশটি হল ছত্রপতি শিবাজীর সমসাময়িক প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান, একে official document বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক গ্রন্থগুলিতে মারাঠা অলঙ্কার সামগ্রীর কোন হদিস নেই। শব্দকোশে সে বিষয়ে নতুন তথ্য উপস্থাপনা করে মারাঠা গয়নার বাক্সের এক নতুন দিক তুলে ধরে, যা একপ্রকার অবজ্ঞার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাই যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও মারাঠা জাতির ইতিহাসের যে একটি ভিন্ন দিক, তা তুলে ধরার প্রয়াস করার ক্ষেত্রে রাজব্যবহারকোশের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত শব্দকোশটিতে বিভিন্ন ধরনের গয়নার নাম, তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, এবং কি ধরনের মূল্যবান ধাতু ও রত্নসামগ্রী ব্যবহৃত হত তারও আলোচনা আছে। যদিও এটি শুধুমাত্র একটি শব্দকোশ বা ডিকশনারি তাই কোন শব্দের বিস্তৃত বর্ণনা নেই। সেই গয়নাগুলোর যথাযথ ভাবে বোঝার জন্য মুঘল সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীর[২] আলোচিত তথ্যের আলোকে মারাঠা গয়নার বাক্সের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চুল ও মাথাকে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত গয়না সামগ্রী : রাজব্যবহারকোশের শ্লোকগুলিতে মহিলাদের মাথা ও চুলকে সুসজ্জিত করার অলংকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে যথা—

শিরপুষ্প[৩] - এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার ফারসি প্রতিশব্দ হল সীস্ফুল। মুঘল যুগে সীস্ফুল নামে বহুল ব্যবহৃত একটি মাথার আভরণ। ঘন্টাকৃতির সোনা ও রূপার গয়নাটি ফাঁপানো, উত্থিত, অলঙ্কৃত একটি গয়না। মহিলারা মাথার খোঁপা সাজানোর জন্য এই অলঙ্কারটি ব্যবহার করতেন। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে একে গাঁদা ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।[৪] মধ্যযুগীয় গয়না তৈরির বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক ফুলের ছাঁচে ধাতব গয়নার নকশা গঠন, যা মুঘল ও মারাঠা দুই যুগের বিদ্যমান ছিল।

অবতংশ[৫] - ফারসি শব্দ তুরা, এটি সংস্কৃত ভাষাতে অবতংশ বলে অভিহিত হয়েছে রাজব্যবহারকোশে। সম্ভবত এটি পাগড়িকে বোঝানো হয়েছে যা পুরুষদের প্রসাধন তথা সম্মানের প্রতীক বলে মনে করা হত। উক্ত শ্লোকে পদক এবং কতক শব্দগুচ্ছের উল্লেখ, আমাদের পাগড়িতে সজ্জিত পালক এর কথা স্মরণ করায়।

ললামক[৬] - এর বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ললাট পর্যন্ত ন্যস্ত মাল্যবিশেষ। এর ফারসি প্রতিশব্দ ভাঙ্গলীলা; যা অনুরূপ গয়নাকে সংজ্ঞায়িত করে। আবুল ফজল তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মাঙ্গ নামক এক ধরনের গয়না।[৭] সম্ভবত এটি ভাঙ্গ শব্দের ধ্বনিগত রূপান্তর। কারণ ভাংলীলা বা ললামকের মতোই, মাঙ্গ নামক গয়নাটি সিঁথিতে পড়ার অলংকার। এটি একটি লকেট ও ধাতব চেনের সমন্বয়ে গঠিত।

তিলক বা বিজবরা[৮] - এটি এমন একটি গয়না যার একটি অংশ সিঁথিতে পরার। সাধারনত এখন যা টিকলি নামে পরিচিত। সিঁথির শেষপ্রান্ত যেখানে ধাতব চাকতি থাকে তার সাথে দুইটি চেইন, দুই দিকের কপালের মধ্যে বিন্যস্ত হয়ে দুই কানের পিছনে গিয়ে যুক্ত হয়। বাংলায় যাকে টাইরা বলে, সেই ধরনের বৈশিষ্ট্য যুক্ত।

কানের অলঙ্কার :

কর্ণভূষণ[৯] - যাকে ফারসি ভাষায় বলা যায় কুডকি। এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক বলা যায় - এটিতে সাতটি মুক্তা ফুলের আকারে জোড়া লাগানো থাকতো। মারাঠা সৈন্যদের একটি দল এই কুডকি পরতেন বলে সভাসদ বখরে বর্ণিত আছে।[১০]

কর্ণফুল - কানের অলঙ্করনের জন্য একধরনের গয়নার উল্লেখ আছে আইন-ই-আকবরীতে।[১১] এটি ছিল একটি প্রাকৃতিক ফুল। এই ফুলের অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য এটি love in mist নামে পরিচিত ছিল। যার থেকে রান্নাতে ব্যবহৃত কালোজিরা উৎপাদিত হত। এর রঙ ও রূপ এর জন্য প্রাকৃতিকভাবে পরার চল বেশি ছিল।

নাকে পরিহিত গয়না সামগ্রী :

নাসাপুষ্প[১২] - ফুলের আকৃতির নাকে পরার অলংকার বাংলায় যাকে নাকছাবি বলে। এর নকশার বর্ণনায় বলা যায় একটি মুক্তাযুক্ত সোনাখণ্ড, যার এক প্রান্তে একটি ধাতব চেইন যুক্ত থাকতো কান পর্যন্ত। চেনটি নাক থেকে ঝুলে থাকতো। বাংলাতেও মহিলারা এই ধরনের নাকের পড়তেন।[১৩]

আইন-ই-আকবরীতে একধরনের ফুলের কুঁড়ির আকৃতির নাকের আভরণ-এর উল্লেখ আছে সম্ভবত এর মধ্যে ডায়মন্ড বা রুবি লাগানো থাকতো।

নাসামণি[১৪] - যার ফারসি প্রতিশব্দ হল নথ। নথ এখনো বহুল পরিচিত একটি গয়না, মোটা সোনার তার দিয়ে তৈরি করা হত। এর নকশার বর্ণনায় বলা যায়, দুটি মূল্যবান রত্নের মাঝে একটি রুবি সংযুক্ত করা থাকতো।[১৫] এখনো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলারা তাদের বিয়ের শুভ অনুষ্ঠানে নথ পরেন।

মুক্তাফল - নাকে ছোট্ট নাকছাবি পরার প্রথা প্রচলিত ছিল। কোশে বর্ণিত হয়েছে মতি ফুল বা সংস্কৃত ভাষায় মুক্তাফল প্রতিশব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৬] ছোট্ট মুক্তা দিয়ে তৈরি নাকের অলংকার।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গলার আভরণ :

গ্রৈবেয়ক[১৭] - গ্রীবা বা গলায় পরিহিত অলংকার এর ফারসি প্রতিশব্দ ধুগধুগী। ধুগধুগী; হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর খচিত বলে আইনে উল্লেখ আছে। এছাড়াও আইন-ই-আকবরীতে গুলুবন্দ নামক একটি গলার অলংকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়; যা অনেকটা গ্রৈবেয়ক এর মতই বৈশিষ্ট্যযুক্ত। গুলুবন্দ পাঁচটা বা সাতটা গোলাপ ফুলের আকৃতিতে তৈরি সোনার বোতাম দিয়ে রেশমি কাপড়ে বোনা একধরনের গলার আভরণ।[১৮]

মোহনমালা[১৯] - পিপা আকৃতির (barrel shaped) সোনার পুঁথি নিয়ে গঠিত মোহনমালা। মুঘল যুগে এই গয়নার প্রচলন ছিল প্রালম্বিকা নামে। সম্ভবত এই ধরনের বিশেষণ এর লম্বা আকৃতিকে সূচীত করে। আবুল ফজল এই ধরনের লম্বা হারের কথা বর্ণনা করেছেন এইভাবে - মুক্তার হারের মাঝে মাঝে সোনালী গোলাপ বসানো থাকতো যার দৈর্ঘ্য পেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২০]

এছাড়া সংস্কৃত শব্দ মোহন-এর অর্থ একধরনের ফুল। অর্থাৎ সাধারণ মহিলারা অনায়াসে প্রাকৃতিক মোহন-ফুলের মালা তৈরি করে পরতে পারতো।

হাতের অলংকরণ :

বাহুমণি[২১] - এটি ছিল বাহুতে পরার গয়না, যা ফারসি ভাষায় বাজুবন্দ নামে পরিচিত। ধাতব পাতের ওপর বিভিন্ন মূল্যবান পাথর খচিত থাকতো, তাই এই বাহুমণি নাম, অলঙ্কারটির বৈশিষ্ট্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২২] এই ধাতব পাতটি বাহু সঙ্গে যুক্ত থাকত রেশমি কাপড় দিয়ে। আইনে উল্লেখ আছে দুই ইঞ্চির মতো প্রশস্ত এই বাজুবন্দ, হীরা ও মূল্যবান পাথর খচিত থাকতো এবং এর নীচে একগুচ্ছ মুক্তা ঝুলত।[২৩]

অঙ্গদ[২৪] - বাহুতে পরার আরেক ধরনের অলংকার হল অঙ্গদ, এর ফারসি প্রতিশব্দ তোলবন্দ। বাজুবন্দ-এর ঠিক নীচে এই ফাঁপানো, ধাতব গয়নাটি পরিহিত হত বলে জানতে পারা যায়।

মণিবন্ধ[২৫] - পাঁচটি জব এর দানার আকৃতির সোনার গুটি দিয়ে তৈরি যা রেশমি কাপড়ের ওপর বসানো থাকতো। এই ধরনের মনিবন্ধ দুই হাতের কব্জিতে পরার চল ছিল। মুঘল যুগে এটি জাওয়ে নামে প্রসিদ্ধ ছিল সম্ভবত যব-এর আকৃতির হওয়ায় এই ধরনের নামকরন হয়েছিল।[২৬]

হস্তকংকণ[২৭] - এটি একধরনের কব্জিতে পড়ার গয়না সাধারণ চুরির থেকে মোটা আকৃতির হয় মুঘল যুগে কঙ্কণ সম্পর্কে কোন ধারণা আইনে নেই। সম্ভবত মারাঠা পুরুষরা এই ধরনের কঙ্কন বা কড়া পরতেন।

মুদ্রিকা[২৮] - মুদ্রিকা শব্দটির অর্থ আংটি। সোনার বা রূপার তৈরি এই মুদ্রিকার ফারসি প্রতিশব্দ হল গঠী।

কোশে কূর্পরভূষণ[২৯] বলে আরেক ধরনের গয়নার উল্লেখ আছে। এটিও সোনা বা রূপার মতো মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি হত, কনুই এ পরার জন্য এটি ব্যবহৃত হত। কারণ কূর্পর কথার অর্থ হচ্ছে কনুই।

মনিকটো[৩০] - এটি পহুঞ্চা নামেও পরিচিত। এটিও হাতে পরার একটি অলঙ্কার। সোনার উপর হীরা ও মুক্তা খচিত থাকতো।

অঙ্গুষ্ঠী - হাতের বা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-তে পরার বড় আকৃতির যে আংটি তাকে অঙ্গুষ্ঠী বলা হয়।[৩১] আইন-এ একধরনের আংটির কথা পাওয়া যায়, যা এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্টিতে পড়া হত তা হল - আরশি; এর অর্থ হল আয়না। মুখ দেখার জন্য এই ধরনের আংটি পরা হত বলে এই স্বতন্ত্র গয়নাটির উল্লেখ আছে।

কোমরের অলঙ্কার :

কটিসূত্র - কটি শব্দের অর্থ হল কোমর। কোমরে পরার জন্য বৃহৎ সোনার বেল্ট যা সোনার সুতো দিয়ে বোনা হত।[৩২] আইনে বর্ণনা পাই 'কটি মেখলার' যা রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত থাকতো।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিঙ্কিণী[৩৩] - রেশমি সুতো দিয়ে কিঙ্কিনী তৈরি হত; এটি ঘুঙরুর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। রেশমি কাপড়ের ওপর ছোট ছোট ঘুঙরু লাগানো থাকতো, যা শ্রুতিমধুর শব্দ তৈরি করত।

শৃংখলিকা[৩৪] - দড়ির নকশার আদলে সোনার তৈরি এই শৃঙ্খলিকার সাথে সংযুক্ত থাকত উত্থিত - ফাঁপানো চাকতি। ছোট ছোট ঘুঙরু লাগানো থাকতো, এই কোমর-বন্ধনীটিকে সুসজ্জিত করার জন্য।

পায়ের অলংকরণ :

নুপুর - এটি পায়ে পরার সাধারন অলংকার এখনো বহুল প্রচলিত ব্যবহৃত একটি গয়না এর ফারসি প্রতিশব্দ পৈঞ্জন।[৩৫]

হংসক - হাঁসের মুখ-এর আকৃতির আদলে তৈরি এক ধরনের পায়ের অলংকরণ এটি ফারসি ভাষায় বালা নামেও পরিচিত।[৩৬]

এ তো গেল সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের গয়নার বাক্স অনুসন্ধানের ইতিহাস কিন্তু এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে যে এই সমস্ত গয়নার উৎসস্থল কি; অর্থাৎ কোথা থেকে আমদানি হত বা কিভাবে তৈরি হত এই সম্পর্কেও রাজব্যবহারকোশ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। এই শব্দকোশটির দ্বিতীয় অধ্যায় কার্যস্থান বর্গে। কোশে যে সমস্ত কারখানার উল্লেখ আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারখানা হল জাবহিরখানা। এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল রত্নশালা।[৩৭] রত্নশালা এই শব্দটির থেকে আমরা অনায়াসে আন্দাজ করতে পারি যে এখানে বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন এবং রত্ন খচিত বিবিধ অলংকার তৈরি হত। এই কারখানার যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাকে বলা হয়েছে রত্নাধিকারী। এবং রত্ন যাচাই এর জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন তাকে বলা হয় রত্ন পরিক্ষক।[৩৮]

রাজব্যবহারকোশের গুরুত্ব এখানেই যে সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের গয়নায় কি কি ধরনের রত্ন ব্যবহার হত তারও একটি তালিকা প্রদান করেছেন। যথা - হীরা এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন বজ্র। লাল ও নীল রঙের মানিক এর কথাও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া উল্লেখিত হয়েছে পুষ্পরাগমনি-এর কথা। পুষ্পরাগ শব্দটির অর্থ হল পোখরাজ। বৈদুর্য মণির কথাও রাজব্যবহারকোশে উল্লেখ আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান পাথর বলে পরিগণিত হয়।

গোমেদ নামক যে রত্ন আছে তার ও উল্লেখ করা হয়েছে রাজব্যবহারকোশের শ্লোকে। এই সংস্কৃত শব্দটির বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় চক্ষুর স্নিগ্ধতাজনক মণি বিশেষ। অর্থাৎ এর রূপ ছিল মনোমুগ্ধকর। রাজব্যবহারকোশে প্রবাল এবং স্ফটিক এর মতো দামি ও সুন্দর বর্ণ যুক্ত রত্নের ও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯]

এছাড়া রাজব্যবহারকোশের কবি আরও উল্লেখ করেছেন কি ধরনের ধাতু ব্যবহৃত হত এই সমস্ত গয়নাগুলি বানানোর জন্য। এখানে স্বর্ণশালার কথা বলা হয়েছে যার তর্জমা করলে দাঁড়ায় সোনার দ্রব্য তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কারখানা। একটি নির্দিষ্ট শ্লোকে রৌপ্য, তাম্র এবং পিতলং এই শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট ছিল অর্থাৎ স্বর্ণশালায় সোনা ছাড়াও রূপা, তামা এবং পিতল, বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি এবং গয়না তৈরিতে এই সমস্ত ধাতুর ব্যবহার প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি হয়।

উপসংহার : সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠা ইতিহাসকে এক অন্যরকম আঙ্গিকে উপস্থাপিত করে রাজব্যবহারকোশ নামক শব্দকোশটি। একটি জাতির ইতিহাস তুলে ধরার এ এক অসাধারন প্রয়াস। বিবিধ গয়নার যে পর্যায় ভিত্তিক আলোচনা তাতে, মারাঠা জাতির পুরুষ বিশেষত মহিলাদের আভূষণ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধরনা পাঠকদের মনে তৈরি করতে সহায়তা করে। প্রত্যেকটি গয়না তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যুক্ত। গয়নাগুলির নামকরন করা হয় তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে, যথা - প্রালম্বিকা (লম্বা আকৃতি) কিংবা ললামক (ললাট পর্যন্ত বিস্তৃত)। গয়নাতে অমূল্য রত্নের সংযোজন এর সৌন্দর্য ও উজ্বলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ছিল প্রয়োজনীয়। এছাড়া প্রত্যেকটি অলঙ্কারে ব্যবহৃত সোনা, রুপা বা তামার মতো ধাতুর ব্যবহার শিবাজিকালীন মারাঠা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। তবে অঙ্গ সজ্জার জন্য শুধু ধাতব অলঙ্কারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত ফুলের গয়না তৈরির উদাহরন দেয় রাজব্যবহারকোশ। মোহন ফুল দিয়ে গ্রথিত মালা বা কর্ণ ফুল-এর মতো কানের অলঙ্কার-এর সন্ধান মেলে। মুঘল যুগে ব্যবহৃত গয়নার সম্ভারের যে তালিকা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ দেয়, মারাঠা যুগের মহিলাদের গয়নার বাক্সে সেই ধরনের অলঙ্কার ছিল তার প্রমাণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজব্যবহারকোশ। অতএব, এই বিষয়টি উল্লেখ করা ভুল হবে না, মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়েও, মারাঠা ও মুঘলদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলেও গয়নার সম্ভারে লক্ষ্য করার মতো হেরফের ঘটেনি।

Reference:

১. The Rajvyavaharakosha of Raghunath Pant Amatya, (edited by K. N. Sane) in D. V. Apte and S. M. Divekar (eds.), Shiva Charitra Pradip, Bharatiya Itihas Samshodhak Mandal, Pune, (Reprint) 2009
২. The Ain-i-Akbari of Abul Fazal Allami, translated by Colonel H. S. Jarrett (Vol. III). Revised and further annotated by Sir Jadunath Sarkar, The Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1948
৩. Rajvyavaharakosha, verse no. 45, p. 147
৪. Ain-i-Akbari, vol. III, p. 343
৫. Rajvyavaharakosha, verse no. 44, p. 147
৬. Ibid. verse no. 45
৭. Ain-i-Akbari, vol. III, p. 343
৮. Rajvyavaharakosha, verse no. 45, p. 147
৯. Ibid. verse no. 45
১০. The Sabhasad Bhakhar of Krishnaji Anant Sabhasad, Translated and edited by S. N. Sen, Shiva Chhatrapati, Gyan Publishing House, New Delhi, (Reprint) 2025, p. 77
১১. Ain-i-Akbari, vo. III, p. 343
১২. Rajvyavaharakosha, verse no. 46, p. 148
১৩. Dhavalikar, M. K. “Maratha Jewellery”, Maratha History Seminar 1970 Papers, ed. Dr. A. G. Pawar, Shivaji University, Kolhapur, 1971, pp. 55-62
১৪. Rajvyavaharakosha, verse no. 46, p. 148
১৫. Chopra, P. N. Society and Culture during the Mughal Age 1526-1707. Shiva Lal Agarwala & Co. (P.) Ltd., Agra, 1963, p. 27
১৬. Rajvyavaharakosha, verse no. 46, p. 148
১৭. Rajvyavaharakosha, verse no. 44, p. 147
১৮. Ain-i-Akbari, vol. III, p. 343
১৯. Rajvyavaharakosha, verse no. 49, p. 148
২০. Ain-i-Akbari, vol. III, p. 344
২১. Rajvyavaharakosha, verse no. 46, p. 148
২২. Dhavalikar, M. K. “Maratha Jewellery”, pp. 55-62
২৩. Chopra, P. N. Society and Culture…, p. 27
২৪. Rajvyavaharakosha, verse no. 47, p. 148
২৫. Ibid
২৬. Chopra, P. N. Society and Culture…, p. 28
২৭. Rajvyavaharakosha, verse no. 48, p. 148
২৮. Ibid. verse no. 47
২৯. Ibid. 48
৩০. Ibid. 47
৩১. Dhavalikar, M. K. “Maratha Jewellery”, pp. 55-62

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 953 - 959
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩২. Rajvyavaharakosha, verse no. 49, p. 148
৩৩. Ibid
৩৪. Ibid. verse. 50
৩৫. Ibid
৩৬. Ibid
৩৭. Rajvyavaharakosha, verse no. 43, p. 147
৩৮. Ibid
৩৯. Ibid. verse. 50, p. 148